প্রাক কথা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله الذى خلق الاشياء فقدرها تقديرًا، وصور شكل الانسان فاحسنه تصويرًا، ومنحه العقل وجعله سميعا بصيرًا، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذى ارسله الى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا وعلى اله واصحابه الذين اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا. وبعد-

একজন মু'মিনের নিকট পৃথিবীতে ঈমানের চেয়ে দামী দ্বিতীয় কোন বস্তু নেই। তার দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা এই ঈমানের উপরেই নির্ভরশীল। ঈমান বিহীন ব্যক্তি সৃষ্টির মাঝে সর্বনিকৃষ্ট। তাই ঈমানের হেফাযত করা প্রত্যেক মু'মিনের জীবনের এক নম্বর কাজ। ঈমানের বিপরীতে তার কাছে জীবন ও সম্পদ এতটাই তুচ্ছ যে, ঈমানের কারণে সে অবলীলায়, নিশ্চিন্তে হযরত বেলাল (রা.)-এর মত গলায় রশি নিতেও সামান্য দ্বিধা করে না।

কিন্তু মহামূল্যবান এই ঈমান আজ মোটেও নিরাপদ নয়। শয়তানের নানামুখী ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে অগণিত মানুষ আজ ঈমানহারা। বাহ্যত দেখতে মুসলিম মনে হলেও প্রকৃত অর্থে অনেকেরই ঈমান নেই। কেউ শিরক করে, কেউ কুফর করে, কেউ নিফাকের সাথে জড়িত হয়ে, আবার কেউ সংশয়ে পড়ে ঈমান হারিয়ে বসে আছে। অথচ তারা নিজেদেরকে মু'মিনই ভাবছে।

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেছেন,

يَاتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَجْتَمِعُوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ لَيْسَ فِيْهِمْ مُؤْمِنٌ-

'লোকদের নিকট এমন একটি সময় উপস্থিত হবে, তখন তারা মাসজিদগুলোতে একত্রিত হবে বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে একজনও ঈমানদার থাকবে না, (হাকিম, আল মুস্তাদরাক, হা-৮৪১৪)।

আনাস ইবনু মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেছেন,

تَكُوْنُ بَيْنَ السَّاعَةِ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِيْ كَافِرًا وَيُمْسِيْ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيْعُ اَقْوَامٌ دِيْنَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا-

'কিয়ামাতের নিকটবর্তী সময়ে অন্ধকার রাতের খণ্ডের মত অনেক ফিতনার আবির্ভাব হবে। তখন একজন ব্যক্তি সকালে মু'মিন থাকবে, বিকালে কাফির হবে। আবার বিকালে মু'মিন থাকবে, সকালে কাফির হয়ে যাবে। অনেক মানুষ দুনিয়ার সম্পদের বিনিময়ে দীন বিক্রি করবে, (তিরমিযী, আস সুনান, হা-২১৯৭)।

ঈমানের এ দৈন্যতার অন্যতম কারণ হল– লোকজন ঈমানের যত্ন নেয়া ভুলে যাবে। শয়তান যে ঈমান কেড়ে নিতে পারে, এ ব্যাপারে তাদের কোন পেরেশানী থাকবে না। এ সুযোগে শয়তান তার মিশনে সফল হয়ে যাবে।

আলোচ্য বইটিতে ঈমান নামক এ অমূল্য সম্পদ কিভাবে গ্রহণ ও সংরক্ষণ করতে হয়, হারানো ঈমান কিভাবে আবার ফিরে পাওয়া যায়, কোন কোন কারণে ঈমান নষ্ট হয়ে যেতে পারে, নিজেদের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কিভাবে কুফর, শিরক ও নিফাক ঈমান ধ্বংস করে দিচ্ছে, এ বিষয়গুলো কুরআন-সুন্নাহর আলোকে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

বইটিতে কোন ধরনের ভুল বা অসঙ্গতি কারো নজরে পড়লে আমাকে জানানোর বিনীত অনুরোধ করছি।

কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি আমার সম্মানীত উস্তাজ শায়খুল হাদীছ আল্লামা ফজলুল করীম হাফি: কে। যার দু'আ ও নির্দেশনা আমার পথ চলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাথেয়। মাগফিরাত কামনা করছি আমার মরহুম আব্বাজান মোঃ আঃ হাকীম ও মামা মরহুম মাও. আঃ আলীম আশ্রাফী সাহেবের জন্য। যাঁরা আমাকে দীনের পথে চলতে শিখিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করছি, তিনি যেন আমার এ ছোট্ট বইটিকে মানবতার ঈমান হেফাযতের ওয়াসিলা হিসেবে কবুল করেন এবং আখেরাতে আমার নাজাতের মাধ্যম বানিয়ে দেন। আমীন ॥

বিনীত

মোঃ আবুল কালাম আজাদ (বাশার)

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঈমানের পরিচয় ॥ ৭
ঈমানের রুকনসমূহ ॥ ১২
আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার মর্মার্থ ॥ ১৩
ঈমানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ॥ ১৭
ঈমান আনার নিয়ম (শুধু কালিমা পড়লেই মু'মিন হওয়া যায় না) ॥ ২২
ঈমানের শাখাসমূহ ॥ ২৫
ঈমান বিহীন আমল মূল্যহীন ॥ ২৯
ঈমান কখনও আংশিক হয় না ॥ ৩১
তাগুতের পরিচয় ॥ ৩৫
ঈমান ভঙ্গ হয় কিভাবে? ॥ ৩৭
ঈমান ভঙ্গের দশ কারণ ॥ ৪৩
তাওহীদের প্রকারভেদ ॥ ৫৯
মহান আল্লাহর পরিচয় ॥ ৬২
আরশ ও কুরসীর পরিচয় ॥ ৬৭
ঈমানদারের বৈশিষ্ট্যসমূহ ॥ ৭৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কুফর-এর পরিচয় ॥ ৭৯
কুফর-এর প্রকারভেদ ॥ ৮০
কাউকে কাফির বলার ব্যাপারে সতর্কতা ॥ ৯০
কাউকে কাফির ফাতওয়া দেয়ার মূলনীতি ॥ ৯৪

সমাজে প্রচলিত কতিপয় কুফরী ॥ ৯৬
কাফির ও মুশরিক-এর মাঝে পার্থক্য ॥ ৯৯
প্রচলিত কয়েকটি কুফরী মতবাদ ॥ ১০১
ধর্ম নিরপেক্ষতা কি কুফরী মতবাদ? ॥ ১০২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নিফাক-এর পরিচয় ॥ ১০৭
মুনাফিক-এর পরিণতি ॥ ১০৮
নিফাক-এর প্রকারভেদ ॥ ১০৯
নিফাক একটি ক্ষমাহীন অপরাধ ॥ ১১০
মুনাফিক হল ঘরের শত্রু ॥ ১১২
ঐতিহাসিক ইফকের ঘটনা (আয়েশা রা.-কে চারিত্রিক অপবাদ দেয়ার ঘটনা) ॥ ১১৪
মুনাফিক চেনা সহজ নয় ॥ ১১৭
মুনাফিকের ২৮টি বৈশিষ্ট্য ॥ ১১৯
নিফাক থেকে বেঁচে থাকার উপায় ॥ ১৫১
হারানো ঈমান ফিরিয়ে আনার নিয়ম ॥ ১৫৭
শেষ কথা ॥ ১৫৮

প্রথম পরিচ্ছেদ
ঈমানের পরিচয়

ঈমান (ايمان) আরবী শব্দ। এটি اَمْنٌ শব্দমূল থেকে উদগত হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ- বিশ্বাস করা, নিরাপত্তা, নির্ভয়, নিশংকা, নিশ্চিন্ততা ও স্বস্তি প্রদান করা।

আর পরিভাষায় ঈমান হল– تصديق القلب بما جاء به النبى ﷺ من عند الرب 'রাসূল (সা.) আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তার প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করা'।[1]

ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন–

والايمان هو الاقرار والتصديق وايمان اهل السماء والارض لايزيد ولاينقص من جهة المؤمن به، ويزيد وينقص من جهة اليقين والتصديق والمؤمنون مستؤون فى الايمان والتوحيد متفاضلون بالاعمال۔

'ঈমান হচ্ছে (মুখের) স্বীকৃতি ও (অন্তরের) সত্যায়ন। বিশ্বাসকৃত বিষয়াদির দিক থেকে (যে বিষয়ে বিশ্বাস করা হয়েছে তাতে) আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীদের ঈমান বাড়ে না এবং কমে না, কিন্তু বিশ্বাসের দৃঢ়তা-গভীরতা ও সত্যায়নের দিক থেকে ঈমান বাড়ে ও কমে। এভাবে ঈমান ও তাওহীদের ক্ষেত্রে মু'মিনগণ সকলে সমান। কর্মের ক্ষেত্রে তাদের মর্যাদার প্রবৃদ্ধি ঘটে।'[2]

ফাতহুল বারী প্রণেতা বলেন–

---

১. মোল্লা আলী ক্বারী, মিরকাত, খ-১, পৃ. ৪৮
২. মোল্লা আলী ক্বারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১৪১

الايمان لغة التصديق وشرعًا تصديق الرسول ﷺ فيما جاء به عن ربه۔

'শাব্দিক অর্থে ঈমান হল– সত্যায়ন করা। আর পরিভাষায়– রাসূল (সা.) তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে যা এনেছেন তাকে বিশ্বাস করাই হল ঈমান।'[3]

কোন কোন আলিমের মতে, রাসূল (সা.) আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকৃতি দেয়া এবং কাজে বাস্তবায়ন করার নাম হল ঈমান।[4]

পূর্ণাঙ্গ ঈমান উল্লেখিত তিনটি বিষয়ের সমন্বয়েই অর্জিত হয়। যদিও অন্তরের বিশ্বাসই হল মূল ঈমান। কোন একজন মানুষ সম্পূর্ণ কুফরী পরিবেশে ঈমান এনেছে এবং সেখানে ঈমান প্রকাশ করলে প্রাণ নাশের সম্ভাবনা আছে অথবা কোন মু'মিনকে যদি প্রাণ নাশের হুমকি দিয়ে কুফরি কালাম উচ্চারণে বাধ্য করে এমতবস্থায় সে মারা গেলে আল্লাহর কাছে সে মু'মিন হিসেবে গণ্য হবে। কারণ– তার অন্তরে ঈমান বদ্ধমূল ছিল। পবিত্র কুরআনে এসেছে–

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖۤ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ۔

'যার উপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাহতে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরীর জন্য মন উন্মুক্ত করে দেয় তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।'[5]

তবে কেউ যদি অন্তরে আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর রাসূলের রিসালাতের সত্যতা অনুধাবন করে কিন্তু শুধু দুনিয়ার কোন স্বার্থের কারণে মৌখিকভাবে অন্তরের অনুধাবনের বিপরীত শব্দাবলী প্রকাশ করে, তাহলে তার অন্তরের

---

৩. ইবনুল হাজর, ফাতহুল বারী, খ-১, পৃ. ৫৭
৪. প্রাগুক্ত
৫. সূরা নাহল-১৬ : ১০৬

এ অনুধাবন মূল্যহীন হয়ে যাবে। এটা ঈমান হিসেবে গণ্য হবে না। যেমন– আবু তালেব ও সম্রাট হিরাক্লিয়াসের ঈমান গ্রহণযোগ্য হয়নি।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব থেকে তার পিতা ও আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন–

لَمَّا حَضَرَتْ اَبَا طَالِبٍ اَلْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَوَجَدَ عِنْدَهُ اَبَا جَهْلٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ اَبِيْ اُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا عَمِّ قُلْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ كَلِمَةً اَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ فَقَالَ اَبُوْ جَهْلٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ اَبِيْ اُمَيَّةَ يَا اَبَا طَالِبٍ اَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ لَوْلَا اَنْ تُعَيِّرَنِيْ قُرَيْشٌ لَاَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ۔

‘যখন আবু তালিবের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসল রাসূল (সা.) তার কাছে গেলেন এবং সেখানে তিনি আবু জাহেল ও আব্দুল্লাহ ইবনু আবু উমাইয়্যাহ ইবনু মুগীরাকে উপস্থিত দেখতে পেলেন। রাসূল (সা.) (আবু তালিবকে লক্ষ্য করে) বললেন, হে আমার চাচা! আপনি “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ”– বাক্যটি বলুন। এর দ্বারাই আমি আল্লাহর কাছে আপনার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেব। তখন আবু জাহেল ও আব্দুল্লাহ ইবনু আবু উমাইয়্যাহ বলে উঠল– হে আবু তালিব! তুমি কি আব্দুল মুত্তালিবের মিল্লাত (দীন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে? তিনি (আবু তালেব) বললেন– যদি কুরাইশদের থেকে দোষারোপের আশংকা না থাকত, তাহলে আমি এই কালিমা গ্রহণ করেই তোমার চোখ জুড়িয়ে দিতাম।’[৬]

উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়– রাসূল (সা.) যে আল্লাহর নবী সে ব্যাপারে আবু তালেবের অন্তরে বদ্ধমূল ধারণা ছিল, তাই তিনি কালিমার স্বীকৃতির বিষয়ে বলেছিলেন– “لَاَقْرَرْتُ بِهَا” ‘অবশ্যই এই কালিমার স্বীকৃতি দিয়ে তোমার চোখ শীতল করে দিতাম’– কিন্তু কালিমা পড়লে কুরাইশরা ভীতু-কাপুরুষ, ধর্মত্যাগী ইত্যাদি বলে আবু তালিবকে গালি দিতে পারে– এই

৬. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৩৯, ৪২

আশংকায় তিনি কালিমার ঘোষণা দেন নি। তিনি শুধু ব্যক্তিগত আত্মসম্মান নষ্ট হতে পারে ভেবে কালিমার স্বীকৃতি না দেয়ার কারণে আবু তালিবের অন্তরের এ অনুভূতির কোন মূল্য নেই। বরং আবু তালেবের ব্যাপারে রাসূল (সা.)-এর কথা হল– ইবনু আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন–

اَهْوَنُ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا اَبُوْ طَالِبٍ وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِيْ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ۔

‘জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্যে আবু তালেবের শাস্তি হবে সবচেয়ে হালকা। তাকে দু’টি আগুনের জুতা পরানো হবে, এতেই তার মগজ উতড়াতে থাকবে।’[৭]

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, আবু সুফইয়ান ইবনু হারব (রা.) তাঁকে বলেছেন, হুদায়বিয়ার সন্ধি কার্যকর থাকাকালে তিনি সিরিয়ায় গিয়েছিলেন। আর তখন সেখানে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস আগমন করেছিলেন। ঐ সময় দিহইয়াতুল কালবী (রা.)-এর মাধ্যমে রাসূল (সা.) কর্তৃক প্রেরিত একটি চিঠি বসরার এক নেতার মাধ্যমে হিরাক্লিয়াসকে প্রদান করা হয়। তখন হিরাক্লিয়াস আবু সুফইয়ান (রা.) কে তার রাজ দরবারে ডেকে পাঠান। তারপর দোভাষীর মাধ্যমে রাসূল (সা.) সম্পর্কে বারংবার প্রশ্ন করে কিছু বিষয় অবগত হন। তারপর হিরাক্লিয়াস বলেন–

فَاِنَّهُ نَبِيٌّ وَقَدْ كُنْتُ اَعْلَمُ اَنَّهُ خَارِجٌ وَلَمْ اَكُنْ اَظُنُّهُ مِنْكُمْ وَلَوْ اَنِّيْ اَعْلَمُ اَنِّيْ اَخْلُصُ اِلَيْهِ لَاَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ۔

‘তবে তিনি অবশ্যই নবী। আমি জানতাম যে, একজন নবীর আবির্ভাব ঘটবে। কিন্তু আমি ধারণা করিনি যে, তিনি আপনাদের থেকে হবেন। যদি আমি জানতাম যে, আমি তার নিকট নির্বিঘ্নে পৌঁছতে পারব, তবে নিশ্চয়ই আমি তার পদদ্বয় ধুয়ে দিতাম। নিশ্চয়ই তাঁর রাজত্ব আমার দু’পায়ের নীচ পর্যন্ত পৌঁছবে।’

৭. মুসলিম, আস সহীহ, হা-২১২

তারপর হিরাক্লিয়াস রাসূল (সা.) কর্তৃক প্রেরিত চিঠিটি পাঠ করলেন। অতঃপর বললেন–

هٰذَا مَلِكُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ۔

‘ইনি হলেন এ উম্মতের বাদশাহ। তিনি আবির্ভূত হয়েছেন।’

পরে হিরাক্লিয়াস হিমস চলে গেলেন। তারপর তাঁর হিমসের প্রাসাদে রোমের স্থানীয় ব্যক্তিদের ডাকলেন এবং প্রাসাদের সকল দরজা বন্ধ করার আদেশ দিলেন। অতঃপর তিনি তাদের সম্মুখে এসে বললেন–

يَا مَعْشَرَ الرُّوْمِ هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ وَاَنْ يُّثْبَتَ مُلْكُكُمْ فَتُبَايِعُوْا هٰذَا النَّبِيَّ۔

‘হে রোমের অধিবাসীগণ! তোমরা কি মঙ্গল, হিদায়াত এবং তোমাদের রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব চাও? তাহলে এই নাবীর বায়‘আত গ্রহণ কর।’

এ কথা শুনে রোমের নেতৃবর্গ বন্য গাধার মতো দ্রুত নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে দরজার দিকে ছুটল, কিন্তু তারা তা বন্ধ দেখতে পেল। হিরাক্লিয়াস যখন তাদের এ অনীহা লক্ষ্য করলেন এবং তাদের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হলেন, তখন (ক্ষমতা হারানোর ভয়ে) বললেন– ওদেরকে আমার নিকট ফিরিয়ে আন। তারপর বললেন– আমি একটু পূর্বে যা বলেছি, তা দিয়ে তোমরা তোমাদের দীনের উপর কতটুকু অটল আছ তা পরীক্ষা করছিলাম। আর তা দেখে নিলাম। এ কথা শুনে তারা তাকে সাজদাহ করল এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট হল। এটাই ছিল হিরাক্লিয়াসের সর্বশেষ অবস্থা।’[৮]

উল্লেখিত হাদীছে দেখা যায়– হিরাক্লিয়াস তার দেশের নেতৃস্থানীয় লোকজনের অবাধ্যতার ভয়ে অন্তরে লালিত দৃঢ় অনুভূতি বিসর্জন দিয়েছিলেন। তার অন্তরে রাসূল (সা.)-এর রিসালাতের প্রতি দৃঢ় ধারণা সৃষ্টি হওয়াটা তার মুখে স্পষ্টভাবে প্রকাশিতও হয়েছিল। কিন্তু ক্ষমতা

৮. বুখারী, আস সহীহ, হা-৭; মুসলিম, আস সহীহ, হা-৪৪৯৯

হারানোর ভয়ে তিনি তাওহীদের ঘোষণা দেননি। তাই তার অন্তরের এ ঈমানী অনুভূতির কোন মূল্য নেই।

আর যার অন্তরে তাওহীদ ও রিসালাতের উপর বিশ্বাস নেই তার মৌখিক স্বীকৃতির মূল্য এক আনাও নেই।

উল্লেখ্য যে, “আল ‘আমালু বিল আরকান”– তথা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা শরীয়াত নির্দেশিত কর্মসমূহ সম্পাদন করা ঈমানের পরিপূর্ণতার জন্য শর্ত।[৯]

অর্থাৎ কর্ম দ্বারা যে ব্যক্তি কালেমার বাস্তবায়ন করবে না, সে নিজেকে পূর্ণাঙ্গ মুমিন দাবী করার কোন সুযোগ নেই।

ঈমানের রুকনসমূহ

একজন মানুষকে প্রকৃত ঈমানদার হওয়ার জন্য যে সকল বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়, সেগুলোকে ‘আরকানুল ঈমান’ বলা হয়।

আরকানুল ঈমানের সংখ্যা মোট ছয়টি। পবিত্র কুরআনে এসেছে–

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتَابِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتَابِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا۔

‘হে মুমিনগণ! তোমরা ঈমান আন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং যে কিতাব তিনি নাযিল করেছেন তাঁর রাসূলের উপর, আর ঐ কিতাবের উপর যা তিনি ইতোপূর্বে নাযিল করেছেন। আর যে ব্যক্তি কুফরি করবে আল্লাহর প্রতি, ফেরেস্তাদের প্রতি, কিতাবসমূহের প্রতি, রাসূলগণের প্রতি এবং শেষ দিবসের প্রতি সে নিশ্চয়ই ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে।’[১০]

আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন–

৯. ইবনুল হাজর, প্রাগুক্ত
১০. সূরা নিসা-৪ : ১৩৬

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ (جِبْرِيْلُ) فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا الْاِيْمَانُ؟ قَالَ الْاِيْمَانُ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْاٰخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ كُلِّهِ.

‘একদিন নবী (সা.) লোকজনের মধ্যে ছিলেন। এমতবস্থায় জিব্রাইল (আ.) তাঁর নিকট আগমন করে বলেন– হে আল্লাহর রাসূল! ঈমান কী? তিনি উত্তরে বলেন– ঈমান হল, তুমি বিশ্বাস করবে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেস্তাগণের প্রতি, তার কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর সাক্ষাতের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি এবং তুমি বিশ্বাস করবে শেষ পুনরুত্থানের প্রতি ও বিশ্বাস করবে তাকদীরের সব কিছুর প্রতি।’[১১]

এভাবে বিভিন্ন আয়াত ও হাদীছ থেকে আমরা জানতে পারি যে, ঈমানের মূল স্তম্ভ ছয়টি। ১. আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, ২. ফেরেস্তাগণের প্রতি বিশ্বাস, ৩. আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস, ৪. আল্লাহর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস, ৫. আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস, ৬. তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস।

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার মর্মার্থ

আল্লাহর প্রতি ঈমানের অর্থ হল– আল্লাহর একত্বে (তাওহীদে) বিশ্বাস করা এবং তার স্বীকৃতি দেয়া।

ইবনু ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেছেন–

بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسَةٍ عَلٰى اَنْ يُوَحَّدَ اللهُ.

‘ইসলামকে পাঁচটি খুঁটির উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। (প্রথমটি হল)– আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করা।’[১২]

ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূল (সা.) বলেছেন–

১১. বুখারী, আস সহীহ, হা-৫০
১২. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৯

بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسَةٍ عَلٰى اَنْ يُعْبَدَ اللهُ وَيُكْفَرَ بِمَا دُوْنَهُ.

‘ইসলামকে পাঁচটি স্তম্ভের উপর দাঁড় করানো হয়েছে (প্রথমটি হল)– আল্লাহর ইবাদত করা এবং তাঁকে ছাড়া অন্য সব কিছুকে অস্বীকার করা।’[১৩]

উল্লেখিত হাদীছে আল্লাহর প্রতি ঈমান বলতে শুধু আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করা বুঝানো হয়নি। বরং তাওহীদের স্বীকৃতি এবং ইবাদতকে শুধু আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করাকে বুঝানো হয়েছে।

মক্কার কাফেরগণও আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করত না। আল্লাহ যে সৃষ্টিকর্তা এটাও তারা মানত। কিন্তু তারা তাওহীদ গ্রহণে দ্বি-মত পোষণ করত। ইবাদত শুধু আল্লাহর জন্য নির্ধারিত– এ বিষয়ে তারা একমত হতে পারেনি। তাই তারা ঈমানদার নয়। পবিত্র কুরআনে এসেছে–

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللهُ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ.

‘যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আকাশ ও জমিন সৃষ্টি করেছে? সূর্য ও চন্দ্রকে কে কর্মে নিয়োজিত করেছে? তবে তারা অবশ্যই বলবে– আল্লাহ। তাহলে তারা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে?’[১৪]

আবরাহা যখন কা‘বা আক্রমণ করার জন্য এসেছিল, তখন তার সৈন্যরা তেহামা অঞ্চল হতে কুরাইশদের অনেকগুলো গৃহ পালিত জন্তু লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়। এর মাঝে রাসূল (সা.)-এর দাদা আব্দুল মুত্তালিবের দু’শ উটও ছিল। তারপর আব্দুল মুত্তালিব খবর পেয়ে আবরাহার সাথে দেখা করতে গেলেন। আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন খুবই সুশ্রী, বলিষ্ঠ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক। আবরাহা তাকে দেখে খুবই প্রভাবিত হল। নিজের আসন থেকে উঠে আব্দুল মুত্তালিবকে কাছে বসাল। দোভাষীর মাধ্যমে জিজ্ঞেস করল– আপনি কী উদ্দেশ্যে এসেছেন? তিনি বললেন– আমার লুট হয়ে যাওয়া

১৩. মুসলিম, আস সহীহ, হা-২০
১৪. সূরা আনকাবূত-২৯ : ৬১

উটগুলো ফেরত নিতে এসেছি। আবরাহা বলল– পিতৃধর্মের কেন্দ্রস্থল কা'বা ঘর রক্ষার জন্য আপনি কোন কথা বলবেন না? উত্তরে আব্দুল মুত্তালিব বললেন–

إِنِّيْ أَنَا رَبُّ الْإِبِلِ وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا سَيَمْنَعُهُ.

'আমি তো কেবল আমার উটগুলোর মালিক। আর সে ঘরের একজন মালিক আছেন, যিনি তাকে রক্ষা করবেন।'

আবরাহা বলল– সে আমার আঘাত থেকে তা রক্ষা করতে পারবে না। আব্দুল মুত্তালিব বললেন– أَنْتَ وَذَاكَ – 'এটা আপনি জানেন, আর তিনি (এ ঘরের মালিক) জানেন।' অতঃপর আবরাহা তাঁর উটগুলো ফিরিয়ে দিল।

আব্দুল মুত্তালিব আবরাহার কাছ থেকে ফিরে এসে কুরাইশদেরকে হত্যাকাণ্ড থেকে বাঁচার জন্য পর্বতের চূড়ায় আশ্রয় নেয়ার পরামর্শ দিলেন। তারপর কুরাইশদের কয়েকজন নেতাসহ কা'বার দিকে ছুটে গেলেন এবং কা'বার দরজার আংটা ধরে আল্লাহর কাছে দু'আ করতে শুরু করলেন–

لَا هُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ يَمْنَعُ رِحْلَهُ فَامْنَعْ حَلَالَكَ.

'হে আল্লাহ! বান্দা নিজের ঘরের সংরক্ষণ করে, তুমিও রক্ষা কর তোমার ঘর।'

يَا رَبِّ لَا أَرْجُوْلَهُمْ سِوَاكَ. يَا رَبِّ فَامْنَعْ مِنْهُمْ حِمَاكَ.

'হে আমার রব! তাদের মোকাবেলায় তোমাকে ব্যতীত আমি আর কারো কাছে কিছু আশা করি না। হে প্রভু! তুমি তোমার ঘর রক্ষা কর।'[১৫]

উপরোক্ত দু'আগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে আব্দুল মুত্তালিবকে কি ঈমানহারা লোক মনে হয়? অথচ তার নেতৃত্বেই কা'বার ভিতরে-বাহিরে ৩৬০টি মূর্তি স্থাপিত ছিল। তিনি আল্লাহকে রব বলতেন, আবার লাত, মানাত, ওজ্জার কাছে মাথা নতও করতেন।

১৫. কুরতুবী, তাফসীরে কুরতুবী, সূরা ফিল-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য

তাই কোন ব্যক্তি আল্লাহ! আল্লাহ! যিকির করলে, আল্লাহকে রব বলে ডাকলে, রবের কাছে দু'আ করলেই তাকে প্রকৃত ঈমানদার মনে করার সুযোগ কোথায়? বরং তাকে নির্দ্বিধায় আল্লাহর তাওহীদের স্বীকৃতি দিতে হবে। তখনই শুধু সে মু'মিন হিসেবে সাব্যস্ত হবে।

রাসূল (সা.)-এর সাথে খাদীজা (রা.)-এর বিয়ের সময় আবু তালেব এমন এক খুৎবাহ পাঠ করেছিলেন, যা শুনে মনে হবে তিনি অনেক শক্তিশালী ঈমানদার। অথচ তিনি ইন্তেকালের সময়ও আল্লাহর একত্বের স্বীকৃতি দিতে রাজি হননি। বরং শিরকের উপর মৃত্যুবরণ করেছেন যা ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আবু তালেব কর্তৃক প্রদত্ত খুৎবার কিয়দংশ নিম্নরূপ :

الحمد لله الذى جعلنا من ذرية ابراهيم وزرع اسماعيل وجعل لنا بلدًا حرامًا وبيتًا محجوجا وان محمد بن عبد الله لايوزن به فتى من قريش الارجح به بركة وفضلا وعدلا.

'সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে ইব্রাহীমের বংশধর ও ইসমাইলের ফসলের অন্তর্গত করেছেন। আমাদেরকে দান করেছেন একটি সম্মানিত শহর ও মানুষের উদ্দীষ্ট একটি গৃহ। আর নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহকে কুরাইশ যে কোন যুবকের সাথে কল্যাণ, শ্রেষ্ঠত্ব ও ন্যায় নিষ্ঠার পাল্লায় ওজন দেয়া হোক না কেন, তার পাল্লাই ভারী হবে।'[১৬]

আবু তালেবের খুৎবায় আল্লাহর প্রশংসা, কা'বা ঘরের প্রশংসা, ইব্রাহীম (আ.)-এর প্রশংসা ও রাসূল (সা.)-এর প্রশংসা সবই ছিল। কিন্তু তাঁর অন্তরে ঈমান ছিল না। তাই কথায়-কথায় সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ বলাই ঈমানদার হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

১৬. আব্দুল মা'বুদ, আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, খণ্ড-৫, পৃ. ১৮; আবু 'আলী আল-কালী, কিতাবুল আমালী, খ-২, পৃ. ২৮৪

ঈমানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ঈমান হল আল্লাহ প্রদত্ত সর্বশ্রেষ্ঠ নি'য়ামাত। এটি জান্নাতে প্রবেশের এক নম্বর শর্তও বটে। ঈমান ব্যতীত কোন মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। ইব্রাহীম (আ.)-এর পিতা আযর, নূহ (আ.)-এর ছেলে কেন'আন, লূত ও নূহ (আ.)-এর স্ত্রীদ্বয় ও বিশ্বনবী (সা.)-এর চাচা আবু তালেব ঈমান না থাকার কারণে জাহান্নামী হবে। নবীর আপনজন হয়েও কোন লাভ হবে না।

তাই তো পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল আগমন করেছেন সকলেই উম্মতকে সর্বপ্রথম ঈমানের দাওয়াতই প্রদান করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ۔

'নিশ্চয়ই আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করেছি, তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই।'[১৭]

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ۔

'আর আমি 'আদ জাতির নিকট তাদের ভাই হূদকে প্রেরণ করেছি, তিনি বললেন, হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই।'[১৮]

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ۔

'আর আমি ছামূদ জাতির নিকট তাদের ভাই সালেহকে প্রেরণ করেছি।

---

১৭. সূরা আ'রাফ-৭ : ৫৯
১৮. সূরা আ'রাফ-৭ : ৬৫

তিনি বললেন, হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নেই।'[১৯]

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ۔

'আর আমি মাদইয়ানবাসীর প্রতি তাদের ভাই শোয়াইবকে প্রেরণ করেছি, তিনি বললেন, হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নেই।'[২০]

রাসূল (সা.) নিজেও মক্কার লোকদেরকে সর্বপ্রথম তাওহীদের প্রতিই আহ্বান করেছিলেন।

রাবি'আ ইবনু আব্বাদ আদ দাইলী (রা.) বলেন–

رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى الْجَاهِلِيَّةِ بِسُوْقِ ذِى الْمَجَازِ وَهُوَ يَقُوْلُ : اَيُّهَا النَّاسُ قُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تُفْلِحُوْا۔

'আমি রাসূল (সা.)কে জাহেলিয়্যাতের যুগে যুল মাজাযের বাজারে দেখেছি, তিনি বলছেন– হে মানুষেরা! তোমরা বল– আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, সফল হয়ে যাবে।'[২১]

ঈমানের মূল চাবিকাঠি হল– لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ – (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) এ কালেমার গুরুত্ব ও তাৎপর্য প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) বলেছেন–

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ۔

'যে ব্যক্তি অন্তরে এ বিশ্বাস রেখে মৃত্যু বরণ করল যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[২২]

---

১৯. সূরা আ'রাফ-৭ : ৭৩
২০. সূরা আ'রাফ-৭ : ৮৫
২১. হাকিম, আল মুস্তাদরাক, হা-৩৯
২২. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৪৩

অন্য একটি হাদীছে এসেছে- আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেছেন,

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللهِ لَا يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيْهِمَا اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ۔

‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই এবং আমি (মুহাম্মাদ সা.) আল্লাহর রাসূল। যে এ বিষয় দু’টির প্রতি সন্দেহাতীত বিশ্বাস রেখে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবেই।’[২৩]

এ কালিমাটি সত্যিই অনেক দামী কালিমা। এর ওজন সাত-আকাশ ও সাত জমিনের চেয়েও বেশী।

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেন–

قَالَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا رَبِّ عَلِّمْنِىْ شَيْئًا اَذْكُرُكَ بِهِ قَالَ قُلْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ قَالَ يَا رَبِّ اِنَّمَا اُرِيْدُ شَيْئًا تَخُصُّنِىْ بِهِ قَالَ يَا مُوْسٰى لَوْاَنَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعَ وَالْاَرَضِيْنَ السَّبْعَ فِىْ كِفَّةٍ وَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ فِىْ كِفَّةٍ مَالَتْ بِهِنَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ۔

‘মুসা (আ.) বললেন– হে প্রভু! আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা দ্বারা আমি আপনার যিকর করব। আল্লাহ বললেন : বল– “লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ”। মুসা (আ.) বললেন, হে প্রভু! আমি তো এমন কিছু চাইছি যা শুধু আমার জন্য নির্দিষ্ট হবে। আল্লাহ বললেন, হে মুসা! যদি সাত আকাশ ও সাত জমিনকে এক পাল্লায় রাখা হয়, আর “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ”-কে এক পাল্লায় রাখা হয়। “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ”-এর পাল্লা তার চেয়ে ভারী হয়ে যাবে।’[২৪]

---

২৩. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৪৪

২৪. হাকিম, আল মুস্তাদরাক, হা-১৯৬০

বর্ণিত আছে যে, একজন ব্যক্তি ঈমান গ্রহণ করার পর যুদ্ধে গেল এবং সে যুদ্ধেই শাহাদাৎ বরণ করল– আর এতেই জান্নাত পেয়ে গেল। ঈমান এতটাই মূল্যবান যে, এটা নিয়ে মরতে পারলেই জান্নাত নিশ্চিত। বারা‘আ ইবনু আযিব (রা.) বর্ণনা করেন–

اَتَى النَّبِىَّ ﷺ رَجُلٌ مَقَنَّعٌ بِالْحَدِيْدِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اُقَاتِلُ اَوْ اُسْلِمُ قَالَ اَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلْ فَاَسْلَمَ ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَمِلَ قَلِيْلًا وَاُجِرَ كَثِيْرًا۔

‘লৌহবর্মে আবৃত এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যুদ্ধে শরিক হব, নাকি ইসলাম গ্রহণ করব? তিনি বললেন, ইসলাম গ্রহণ কর, অতঃপর যুদ্ধে যাও। অতঃপর সে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করল এবং যুদ্ধে গেল। তারপর শাহাদাৎ বরণ করল। অতঃপর রাসূল (সা.) বললেন, সে আমল করল কম, আর পুরস্কার পেল বেশী।’[২৫]

মা খাদীজা (রা.)-এর দিকে লক্ষ্য করলেও দেখা যায়, শুধু খাঁটি ঈমানের বদৌলতে তিনি দুনিয়ায় থাকতেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন। তিনি নবুয়্যাতের দশম বর্ষে ইন্তিকাল করেছিলেন। তখনও নামায, যাকাত, রোযা ও হাজ্জ কোনটিই ফরয হয়নি। নামায ফরয হয়েছিল নবুয়্যাতের দ্বাদশ সনে মি‘রাজের রাতে। যাকাত ও রোযা ফরয হয়েছে ২য় হিজরী তথা নবুয়্যাতের পনেরতম বর্ষে। আর হাজ্জ ফরয হয়েছে ৮ম হিজরীতে। মা খাদীজা (রা.) এগুলোর কোনটিই আমল করার সুযোগ পান নি। অথচ তিনি জান্নাত পেয়েছেন।

হাদীছে এসেছে আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন–

اَتَى جِبْرِيْلُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ هٰذِهٖ خَدِيْجَةُ قَدْ اَتَتْ فَاِذَا هِىَ اَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّىْ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيْهِ وَلَا نَصَبَ۔

---

২৫. বুখারী, আস সহীহ, হা-২৮০৮

'জিব্রাইল (আ.) রাসূল (সা.)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ঐ যে খাদীজা আসছে। তিনি যখন আপনার নিকট আসবেন, তখন তাঁকে তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাবেন। আর তাঁকে জান্নাতের এমন একটি প্রাসাদের সুসংবাদ দেবেন যা মুক্তা দ্বারা তৈরী করা হয়েছে। সেখানে কোন ধরনের শোরগোল ও দুঃখ-ক্লেশ থাকবে না।'[২৬]

হাশরের ময়দান থেকে জান্নাতে যেতে হলে পুলসিরাত পার হওয়া আবশ্যক। ঈমান ব্যতীত পুলসিরাত পার হওয়া অসম্ভব। পুলসিরাতকে জাহান্নামের পৃষ্ঠদেশের উপর স্থাপন করা হবে। জাহান্নামের আগুন হবে নিকষ কালো। পুলসিরাত চুলের চেয়ে চিকন ও তলোয়ারের চেয়ে অধিক ধারালো হবে। এমতবস্থায় ঈমানদারদের বুক ও ডান পাশ থেকে ঈমানের আলো বের হবে, তবেই তারা পুলসিরাত দেখতে পাবে। আর যাদের ঈমান নেই তারা জাহান্নামে ছিটকে পড়বে। পবিত্র কুরআনে এসেছে–

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ـ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِيْنَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ـ

'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তথায় পৌঁছবে না। এটা আপনার পালনকর্তার অনিবার্য সিদ্ধান্ত। অতঃপর আমি মুত্তাকীদের উদ্ধার করব এবং জালিমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব।'[২৭]

মুত্তাকিদের উদ্ধারের প্রক্রিয়া বর্ণনায় আল্লাহ বলেন–

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ـ

২৬. বুখারী, আস সহীহ, হা-৩৮২০
২৭. সূরা মারইয়াম-১৯ : ৭১

'সেদিন আপনি দেখবেন ঈমানদার পুরুষ ও নারীদের সম্মুখভাগে ও ডানপার্শ্বে তাদের (ঈমানের) আলো ছুটোছুটি করবে। বলা হবে– আজ তোমাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ, যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরণী প্রবাহিত, তাতে তোমরা চিরকাল থাকবে। এটাই মহাসাফল্য।'[২৮]

ঈমান আনার নিয়ম (শুধু কালিমা পড়লেই মু'মিন হওয়া যায় না)

ঈমানদার হওয়ার জন্য কালিমা শাহাদাৎ পড়তে হয়। অর্থাৎ যে কেউ ঈমান আনতে চাইলে তাকে ঘোষণা করতে হবে–

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

'আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।'[২৯]

তবে এ কালিমার ঘোষণা জেনে-বুঝে দিতে হবে। এ কালিমার মর্মই হল– তাওহীদ ও রিসালাতের স্বীকৃতি দেয়া। আল্লাহর তাওহীদ বা একত্বে এবং রাসূল (সা.)-এর নবুয়্যাতের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন না করে লক্ষবার এ কালিমা পড়েও মু'মিন হওয়ার সুযোগ নেই।

আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই বাহ্যত শুধু কালিমার স্বীকৃতিই দেয়নি বরং মুসলমানদের সাথে মাসজিদে গিয়ে নামাযও পড়ত, কিন্তু সে ঈমানদার হতে পারে নি। কারণ তার অন্তরে কালিমার প্রতি বিশ্বাস ছিল না।

গিরিশ চন্দ্র সেন পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ করার সময় لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ– (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) এ কালিমা পড়েছে, লিখেছে, বলেছে কিন্তু ঈমানদার হয়নি।

অনেক হিন্দু-বৌদ্ধও কালিমা জানে, কুরআনের বিভিন্ন সূরাও মুখস্থ জানে– অথচ ঈমানদার নয়।

নামায, যাকাত, রোযা ও হাজ্জসহ ইসলামের প্রতিটি অনুসঙ্গই জেনে-বুঝে

২৮. সূরা হাদীদ-৫৭ : ১২
২৯. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৯৬